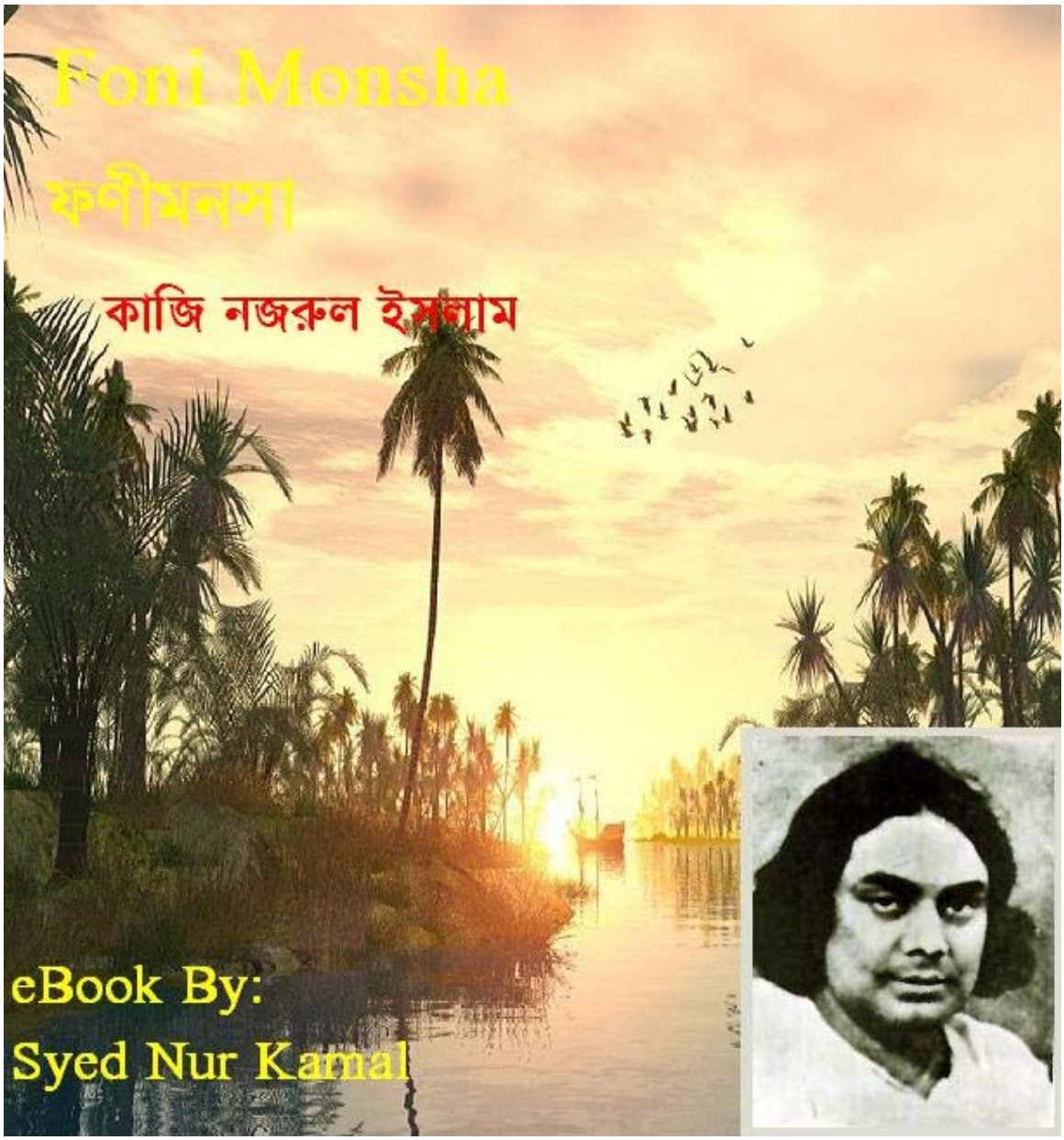

Foni Monsha
ফণীমনসা
কাজি নজরুল ইসলাম
eBook By:
Syed Nur Kamal

সুচিপত্র

1	অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত	৩
2	দ্বীপান্তরের বন্দিনী	৪
3	পথের দিশা	৬
4	সত্য-কবি	৮
5	সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি	১২
6	সব্যসাচী	১৩
7	হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ	১৫

অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

জাগো–
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত।।

আদি শৃঙ্খলা সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি' দৈত্য-কারা!
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত।।

কোরাস্ :
নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, হব' সর্বজয়ী।।
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত।।

[ফণি-মনসা]

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন-'দেড় শত বছর।'....
সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘাস,
যন্ত্রী যেখানে সাস্ত্রী বসায়ে
বীনার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখানে হ'তে কি বেতার-সেতার
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুরা?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হ'ল কি বক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্কারাব?...

সাত সমুদ্র তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে

আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!
পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার
বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী পূজা-উপচার বহি?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?
তবে তাই হোক। ঢাক অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘুর্ণিপাক!

[ফণি-মনসা]

পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েসির আখ্‌ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চ'লতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোকে-শিশু কোন্ অভিযান ক'রবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরি-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাঙলা দেশও মাত্‌ল কি রে? তপস্যা তার ভুললো অরুণ?
তাড়িখানার চীৎকারে কি নাম্‌ল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক,কোন্ বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুন্‌তে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

নর-নারী আজ কণ্ঠ ছেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্ ধ'রে
ভাবছে তা'রা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি ক'রছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সাওয়ারী
আসছে কেহ? টুট্‌ল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পুব-দয়ারী?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে!

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,

মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!
জাতির পারণ-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের ক'রতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা!
শ্মাশন-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে!
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস্ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি!

[ফণি-মনসা]

সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য যে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আবার প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়- তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিভে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপান্বীতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু-মুঠো ছাই!
ডাক দিয়ো না ক', মূর্ছিতা মাতা ধুলায় পড়িয়া আছে,
ডাক দিয়ো না ক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দু'চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি',
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু'হাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য গগনে আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হুরীর দেশে
জর্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ করি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!
‘তুলির লিখন’ লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে ‘ফুলের ফসল’ শ্যামার সবজি-বাগে,
আজিও ‘তীর্থরেণু ও সলিলে’ ‘মণি-মঞ্জুষা’ ভরা,
‘বেণু-বীণা’ আর ‘কুহু-কেকা’-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল ‘ অভ্র-আবির’ ফাগুয়ায় ‘হোম শিখা’,-
বহ্নি-বাসরে টিট্‌কারি দিয়ে হাসিল ‘হোমন্তিকা’-
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর,মায়া যাহা হ’ল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হ’য়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি!
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ’লে গেল আন্‌-কাজে।
ওগো যুগে যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়ত যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি,আজ যে শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনৎ কোন্ নন্দন-বন!
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি' তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি' চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি/ ওঠে জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়!

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা, চির জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নি ক' কভু, তাই
বলদর্পীর দম্ভ তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভন্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি র'য়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ-দেহ মাটি হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশী ও বিষান নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী!
অত্যাচারকে বলনি ক' দয়া, ব'লেছ অত্যাচার,
গড় করোনি ক' নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য ক'রেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পি'য়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কাল।
স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলী উঠিল মাতি',
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাহি জাগি', অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর-দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দু'টি নারীস পানে?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

[ফণি-মনসা]

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে।।
চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'ল না ক' আর,
উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।।

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশী।
আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখী
মৃত্যু-আফিম-ফুলে,
কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে প'ড়েছিল ঘুমে ঢুলে।
ওগো এই গঙ্গার কুলে।।

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা!
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে!
পুনঃ নব-বীনা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে।।

[ফণি মনসা]

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গান্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাথে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে!

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকান্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।
আজি সম্রাট্ কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দী!
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত!

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা,

জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা!
লঙ্কা সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা!

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্‌গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভূয়ো শান্তির বাণী শুনি-
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান-'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!

[ফণি-মনসা]

হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা-কাহার দস্ত হয়েছে কত দারাজ!
কে মরিবে কাল সম্মুখে-রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিসনে তোরা, চালা মন্থন!
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, ন'ড়েছে খোদার কল।

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতের নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,-কবজি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি',
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়!
এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা!
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা!
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা

হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা!
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা-করে পরীক্ষা ধাতা।

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মসজিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত!
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়!
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটিছে তোদের নিঁদ!

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ,ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বদ্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

[ফণি-মনসা]